ভোরের কাগজ
ঢাকা শুক্রবার ২৬ আষাঢ় ১৪০৫
১০ জুলাই ১৯৯৮

বিকল্পকে খুঁজে ফেরা

বিনায়ক সেন

র‍্যাডিকেল শব্দের সঠিক বাংলা কী আমার জানা নেই। 'প্রগতিশীল' শব্দটিও—হালের পোস্টমর্ডার্নিস্টদের উপর্যুপরি আক্রমণে এখন দেখা যাচ্ছে—য়ুরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের যাবতীয় অন্ধকারের মধ্যে অর্ধ-নিমজ্জিত। হিন্দীতে 'ক্রান্তিবাদী' বলতে যা বোঝায়, বা বাংলায় 'বিপ্লবপন্থা', তা অন্যত্র যা-ই শোনাক এদেশে এখনো বিশের-তিরিশের যুগের সন্ত্রাসবাদের সমার্থক। এর চেয়ে ট্রাডিশনাল 'বামপন্থী চর্চা' হয়তো অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য (অনেক ধারণা এতে জড়ো করা সম্ভব, সে অর্থেও)। যদিও তাতেও স্বস্তি নেই। এ যুগে অনেক শব্দের অর্থই বদলে গেছে। *ইকনমিস্ট* বা এ জাতীয় সাময়িকীর কল্যাণে ইয়েলৎসিনেরা এখন র‍্যাডিকেল, আর জুগানভেরা রক্ষণশীল। বামপন্থীদের অবস্থা অনেকটা 'দুই বিঘা জমি'র উপেনের মতো : 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।'

তবে অস্বস্তির অনেক মাত্রাও রয়েছে। স্বয়ং মার্কস ক্ষেদোক্তি করে বলেছিলেন যে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি 'মার্কসবাদী' নন। বাম-কমিউনিজম হচ্ছে 'শিশুরোগ'—এমনটা ভাবতে লেনিন বাধ্য হয়েছিলেন। আদিরূপকারেরা দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো প্রবচনে বিশ্বাস করতেন, এবং সেজন্য লেনিন *ফিলোসফিক্যাল নোটবুকস*-এ বলতে দ্বিধা করেননি যে, কান্ট-হেগেলের গতিশীল ভাববাদ তুলনামূলক বিচারে যান্ত্রিক জড়বাদের চেয়ে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত। বাম-ডানের ম্যানিপুলেশন সে বড়ো ধরনের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, বিশের দশকের শেষে বুখারিনের চেয়ে বুলওয়ার্ক অব দি বুর্জোয়াজি' বলতে বাকি রাখেননি।

এই অসহিষ্ণুতার অনেক কারণ ছিল। প্রথমত, ফুকোর প্রজন্মের লেখাপত্রের মধ্য দিয়ে 'অন্য ধরনের' র‍্যাডিকেল মতাদর্শের জন্ম হচ্ছিল। ফুকোর নিজের ভাষায় : এ লেফট কালচার দ্যাট ওয়াজ নট মার্কসিস্ট ওয়াজ অ্যাবাউট টু ইমার্জ। দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদকে উনিশ শতকীয় এপিস্টেমের মধ্যে অঙ্গীকৃত করে তিনি এর কালগত সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছিলেন। তৃতীয়ত, পুঁজিবাদী পশ্চিম য়ুরোপ হোক আর সমাজতন্ত্র পূর্ব য়ুরোপ হোক—উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মধ্যে এক ধরনের কাঠামোগত সাদৃশ্য তিনি সনাক্ত করছিলেন যা অনেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। চতুর্থত, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নয়, নিজেদেরকেই সমাধান খুঁজে বের করতে হবে, অভ্যস্ত গণ্ডির

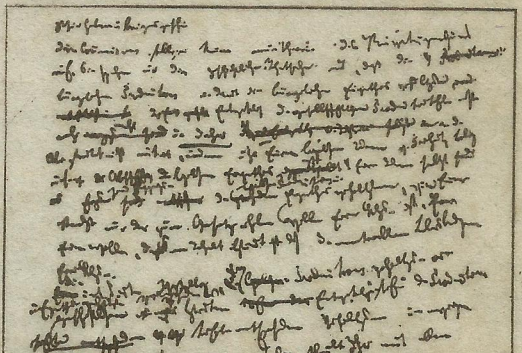

ডেকে আনতে পারে, বিশের দশকের শেষে বুখারিনের চেয়ে এ কথা আর কে বেশি বুঝেছিল! স্তালিন ততোদিনে 'সাধারণ সম্পাদকের' পদটি সংহত করে নিয়েছেন। চলছে কমিনটার্নের ৬ষ্ঠ কংগ্রেস অর্থাৎ ১৯২৮ সাল, বুখারিন তার রিপোর্ট পেশ করেছেন। তার উপর মন্তব্য-আলোচনা হচ্ছে, সবশেষে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন :

> However I wish to make a reservation. I am not in favour of such terminology. It little suits the occasion and explains nothing. The purpose of analysing any given situation is to discover whether certain tactics are correct or not, suitable or unsuitable for the given situation and not whether the tactics are "Right" or "Left".

দেং শিয়াও পিং বহু পরে বলে থাকবেন, বাতাসটা উত্তর থেকে আসছে নাকি দক্ষিণ থেকে আসছে সেটা বড়ো কথা নয়। বন্ধ ঘরে খোলামেলা বাতাস আসছে সেটাই বড়ো

২.

তবু, সহসা এরকম অবস্থান মেনে নেওয়া শক্ত। সত্যের ওপর মার্কসবাদীদের একচ্ছত্র মনোপলি নেই—এটা মানতে এখনো আমাদের বাধে। বা মুখে বললেও মনে এর তাৎপর্য স্বীকার করতে দ্বিধা হয়। কেননা এটা মানলে এ-ও বলতে হয়, ইতিহাসের বিচারে মার্কসবাদীদের কোনো প্রিভিলেজড্ স্ট্যাটাস নেই, মার্কসবাদেরও নেই, এবং সেই সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিতে হয় যে, মার্কসবাদের বাইরেও—মার্কসবাদকে বাদ দিয়ে নয়—অন্য র‍্যাডিকেল মতাদর্শ গড়ে তোলা সম্ভব। আমাদের দেশে এই সম্ভাব্যতা নানা কারণেই স্পষ্ট। উপনিবেশবাদের কারণে সামাজিক বিকাশের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়েছে তা-ই নয়, জ্ঞানগত চর্চার ক্ষেত্রও সরলরেখায় চলেনি। মার্কসবাদী চর্চার মধ্যে অনেক দেশকালগত অনগ্রসরতা সংক্রমিত হয়েছে, তার বিশদ বিবরণ এখানে বলার নয়। মার্কসবাদের প্রতিশ্রুত প্রলেতারিয়েতকেও এখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি, আর কৃষকদের 'দোদুল্যমান মিত্র' বিধায় সব সময় সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে। তার উপর জাতীয়তাবাদ, জাতিরাষ্ট্র গড়ার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা ইত্যাদি প্রকল্পে জড়াতে গিয়ে মূল প্রস্তাবনা থেকে আমরা সরে এসেছি। এটাই স্বাভাবিক। মধ্যিখানে বাধা থাকলে দুই বিন্দুর মধ্যে ঋজুতম দূরত্ব সরলরেখা না হয়ে বক্ররেখাই হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এমনকি মার্কসবাদের জন্মভূমি য়ুরোপেও বহু দিন ধরেই তার অবস্থান, বা অথোরিটি, নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এক্ষেত্রে মিশেল ফুকোর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৬৬ সালে তাঁর *অর্ডার অব থিংস্* যখন বেরুলো, ফরাসী মার্কসবাদীদের এক বড়ো অংশ (এফসিপিসহ) তার উপর রীতিমতো খাপ্পা হয়ে উঠলেন। ফুকোর অপরাধ, তিনি দেখিয়েছিলেন (বা তেমনটা দাবি করেছিলেন) যে, ডিসকারসিভ প্র্যাকটিস হিসেবে মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র উনিশ শতকীয় এপিস্টেমের বা জ্ঞানবলয়ের অনুবর্তী। মার্কসবাদ উনিশ শতকীয় বিজ্ঞানচর্চার 'শ্রেষ্ঠ ফসল' বললেও বক্তব্যের কর্কশতা কমতো না। মার্কসবাদ সর্বোৎকৃষ্ট ('মার্কসবাদ শ্রেয় কেননা তা সত্য'—যথা লেনিন উবাচ), বা সর্বজ্ঞানের আধার, এরকম যারা ভাবতেন তাদের কাছে, ফুকোর অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। সার্ত্রের মতো দার্শনিক পর্যন্ত ফুকোকে 'দি লাস্ট

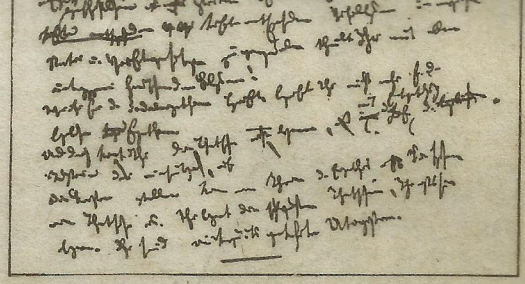

মার্কসের লেখা মেনিফেস্টোর পাণ্ডুলিপি

বাইরে চলতে শিখতে হবে—এরকম প্রস্তাবনা পার্টি ও সংলগ্ন অ্যাপারেটাসকে দ্বিধান্বিত করে থাকবে। সে সময় লুই আলথুসার স্ট্রাকচারালিজমের পক্ষে 'সংশোধনবাদী' কথাবার্তা বলেছিলেন, তবে রয়ে-সয়ে। *ফর মার্কস* নিয়ে তাকেও কম ভোগান্তি পোহাতে হয়নি। আত্মজৈবনিক *ফিউচার লাস্টস্ ফর এভার* রচনায় তিনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে প্রতি সপ্তাহে সভা হতো, তাকে ব্যাখ্যা করতে হতো কেন তিনি শুধু ঐতিহাসিক বস্তুবাদকেই স্বীকার করছেন এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সূত্রগুলোকে অমার্কসীয় (হেগেলীয়) ভাবছেন, এবং এ রকমটা চলেছিল প্রায় দেড় মাস। যা হোক তিনি ছিলেন পার্টি-সদস্য, 'নিজেদের লোক'। ফুকো ছিলেন এসবের বাইরে, ফলে তার উপর দিয়ে ঝড়-ঝাপ্টা গেছে আরো বেশি।

৩.

আজ অবশ্য খুব কম মার্কসবাদীই পাওয়া যাবে যারা ফুকোকে (বা দেরিদাকে) পুরোপুরি বাদ দিয়ে একালের বামপন্থাকে সংজ্ঞায়িত করতে চাইবেন। অর্থাৎ, শীতল যুদ্ধে পরাজয়, বার্লিন দেয়ালের পতন, ফুকুয়ামা কথিত 'ইতিহাসের অবসান'—সবকিছু সত্ত্বেও বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা শুভ পরিবর্তন অলক্ষ্যে ঘটে গেছে। আমাদের দেশেও সেটা ঘটছে। পরিবর্তনের লক্ষ্যে সব ধরনের কথা মুক্তমনে শোনবার আগ্রহ আগের চেয়ে অনেক গুণে বেড়েছে। বুখারিন যেমনটা বলেছিলেন, বাম-ডান বিচার না করে বরং কোন কৌশল কাজে আসবে বা আসবে না তা যাচাই করার মানসিকতা জন্ম নিয়েছে। এমনকি যে মার্কসকে একদা বেশ সনাতনী মনে হচ্ছিল, তিনিও আবার নতুন করে আলোচিত এবং প্রবল মাত্রাতেই বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের একজন জাক দেরিদাকে তাই লিখতে হয়েছে : *দি স্পেক্টার অব মার্কস : দি স্টেট অফ দি ডেট, দি ওয়ার্ক অফ মুর্নিং, অ্যান্ড দি নিউ ইন্টারন্যাশাল*। স্পেক্টর, কেননা হ্যামলেটের প্রথমাংকের দৃশ্যের মতো মার্কসের অশরীরী ছায়া আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে, সেই ছায়া হ্যামলেটের জনকের মতোই আমাদের বলতে চাইছে কিভাবে ও কোন অবস্থায় তিনি মৃত হয়েছিলেন এবং তার বলবার কথাগুলো কী ছিল। কিন্তু শোনা যাচ্ছে না সেসব কথা, বা আমরা সেই ভাষা বুঝতে পারছি না। এক অনতিক্রম্য দূরত্বে মার্কস থেকে যাচ্ছেন। দেরিদা-কথিত এই দূরত্বের বাধা অতিক্রম না করে—হ্যামলেটের মতোই—আমাদেরও সামনে এগুলোর উপায় নেই।

৪.

কমিউনিস্ট *মেনিফেস্টোর* প্রথম খসড়া এঙ্গেলসের হাতে—১৮৪৭ সালের শেষের দিকে। কমিউনিস্ট লীগের পক্ষ থেকে বার বার অনুরোধের পর—মার্কস তখন অন্য লেখা নিয়ে

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

বিকল্পকে খুঁজে ফেরা

১৩ পৃষ্ঠা থেকে

ব্যস্ত—লেখাটির পরিমার্জনায় মার্কস হাত দেন। এবং এটা এখন সবারই জানা যে, ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *মেনিফেস্টোর* যে পাঠটি শেষ পর্যন্ত বেরোয় তার সবচেয়ে তীব্র-তীক্ষ্ণ লাইনগুলো ছিল মার্কসেরই অবদান। কমিউনিজমের প্রেত গোটা য়ুরোপকে তাড়া করে ফিরছে, মানবসভ্যতার ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, বুর্জোয়ারা নিজেদের কবরখোঁড়া বাহিনীকে নিজেরাই সৃষ্টি করছে—এরকম ঝাঁঝালো লাইন বহুউদ্ধৃত। তবে এ কথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, *মেনিফেস্টোতে* মার্কসের অনেক ধ্যান-ধারণাই আসেনি। মেনিফেস্টোর আগে লেখা হয়েছিল *১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপি*, *ফিউয়েরবাখের উপর থিসিসসমূহ*, প্রুধোঁকে সমালোচনা করে লেখা *পভার্টি অব ফিলিসফি* এবং নতুন বিশ্ববীক্ষার খসড়া *জার্মান আইডিওলজি*। এসব রচনার প্রভাব *মেনিফেস্টোতে* যতোটা পড়েছে, তারচেয়ে বেশি পড়েছে ১৮৪৮ সালের বিপ্লব পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক প্রভাব। এই তাৎক্ষণিক উপাদানের কারণে—এবং কিছুটা পরিমাণে তখনো পর্যন্ত [illegible]লজির প্রভাবাধীন থাকার কারণে—*মেনিফেস্টোর* অনেক ভবিষ্যদ্বাণী (যথা, পুঁজিবাদের আসন্ন পরাজয়) পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

অন্তত একটি দীর্ঘমেয়াদী ভুল বিবেচনা আজ আমাদের জীবনে ... করে। 'প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব'-এর

এমন অন্তর্গত সীমাবদ্ধতা (শ্রমিকদের তুলনায়) যে তারা নিজেরা তাদের সৃষ্টিশীলতাকে (বিদ্রোহে, কল্যাণে) প্রকাশ [illegible] কৃষকদের প্রতি অবহেলা করা হয়নি, বা এখনো তা-ই হচ্ছে না? কৃষকরা যে শুধু তুকতাক অর্থনীতিতে আবদ্ধ [redacted] নয়, তাদের সৃষ্টিশীলতা যে অন্য কোনো শ্রেণীর চেয়ে কোনো অংশে কম নয় তৃতীয় বিশ্ব তার সাক্ষী। মার্কস অবশ্য বলতে পারতেন যে তার মাথায় ঔপনিবেশিক জগৎ ছিল না, তিনি কাজ করেছেন বিশ্ব-ইতিহাসের পরিসরে; বিশ্ব-ইতিহাসের বাইরের স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগণের জন্য অন্য ডিসকোর্সের প্রয়োজন (যা তিনি করে যেতে পারেননি)।

৬.

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রশ্নে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা 'একনায়কত্ব' ধারণাটি নিয়েই এবং এটা এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে মার্কস স্বয়ং এর প্রয়োগের সম্ভাব্য সমস্যা কেন আগে থাকতেই অনুভব করলেন না? *১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপিতে* তিনি ইতিমধ্যেই এলিয়েনেশন (বা বিচ্ছিন্নতা) নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব মানলে যে এলিয়েনেশনের (এবং রিপ্রেজেন্টেশনের) বড়ো সমস্যা দেখা দিতে পারে এটা তার বুঝতে না পারার কথা নয়। অথবা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই কি তিনি ভ্যানগার্ড পার্টি (তার নিজের 'কমিউনিস্ট লীগ')-এর কথা *মেনিফেস্টোতে* তুলতে চাননি? এবং শ্রেণীর একনায়কত্বের কথা বলে বিপ্লবের নেতৃত্বের প্রশ্নটিকে বৃহত্তর সমাজের কাছে ছেড়ে দিতে

নয়) যথাযথভাবে স্থান করে না দিতে পারা ছিল ট্রাডিশনাল মার্কসবাদের একটি বড়ো অসম্পূর্ণতা এবং বিশ্ব-পরিমণ্ডলে তার [illegible] পরবর্তী [illegible] 'ভিতর [illegible] অবক্ষয়ের—একটি বড়ো কারণ।

৭.

মেনিফেস্টোতে মার্কস-এঙ্গেলস আরো একটি কথা অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন। তাহলো, পুঁজিবাদকে সরিয়ে যে সমাজ আসবে তার কাঠামো কী দাঁড়াবে? তারা যদি এ ব্যাপারে কিছুই না বলতেন তাহলে এ প্রশ্ন উঠতো না। কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে বলেছেন, আবার কিছু কিছু বিষয় সম্পূর্ণ অনুল্লেখ রেখে গেছেন। যেমন, বলা হয়েছে বিপ্লবের পর প্রলেতারিয়েত উৎপাদন-ব্যবস্থার 'কেন্দ্রীভবন' করবে, কিন্তু বলা হয়নি তারপর তারা কিভাবে সেসব চালাবে? বাজারের চাহিদা-সরবরাহের নিয়ম-কানুন সেখানেও মেনে চলা হবে কিনা? অথবা অন্যত্র বলেছেন অ্যাসোসিয়েশন অব দি প্রডিউসারসের কথা; কিন্তু বলে যাননি পুঁজিবাদ-উত্তর সমাজে রাষ্ট্রের ধরন কী হবে, বা রাষ্ট্রের বিলয় কিভাবে ত্বরান্বিত করা যাবে (গোড়া থেকেই)।

অবশ্য *মেনিফেস্টোর* কিছু বক্তব্য তথা কর্মসূচির সমালোচনা প্রসঙ্গে এসে মার্কস আরো বিবরিত করার সুযোগ পান। সাম্যবাদের দুই স্তর, প্রথম স্তরকে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে 'উত্তরণশীল সমাজ' হিসেবে দেখা ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন উঠছে : সাম্যবাদের প্রথম স্তরে সামাজিক ন্যায়বিচারের আলোচনায় এসে 'বুর্জোয়া অধিকারসমূহ' 'থেকেই যাবে' বলতে তিনিকী বুঝিয়েছিলেন? এই অধিকারসমূহ কী? কোন কোন ক্ষেত্রে তাহলে কি তিনি

ফোর্সেস—এ কথা আজকের হাইটেক, তথ্যবিপ্লব ও গ্লোবালাইজেশনের দেড়শো বছর আগে মার্কস বলে [illegible]ছিলেন। 'অল দ্যাট ইজ সলিড মেল্টস ইনটু এয়ার, অল দ্যাট ইজ হোলি ইজ প্রোফেইনড'—এই হচ্ছে পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড শক্তি। পরবর্তীকালে 'মুমূর্ষু পুঁজিবাদ' জাতীয় কথাবার্তার সঙ্গে *মেনিফেস্টোর* ব্যাখ্যার কী আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

১০.

সময়ের সঙ্গে *মেনিফেস্টোর* পুঁজিবাদেরও যে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে তাও এড়িয়ে যাওয়ার নয়। ডিকেন্সীয় পুঁজিবাদের যে ধরন মার্কস দেখেছিলেন তার সঙ্গে আধুনিক পুঁজিবাদের সাদৃশ্য সামান্যই। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে যেসব সংস্কার এসেছে (শ্রমনীতি, ন্যূনতম মজুরি, সামাজিক ভাতা, জনস্বাস্থ্য, [redacted]গ্রেসিভ হারে আয়কর) তার সুফল সাধারণ জনগণ পেয়েছে। এরকম অনেক পদক্ষেপই মার্কসের দিনে 'সমাজতান্ত্রিক' পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হতো—আজ যা নিছকই ওয়েলফেয়ার ক্যাপিটালিজমের অনুষঙ্গ। মার্কস অবশ্য বলে গেছেন যে, জীবনযাত্রার উন্নতি হলেও মুনাফার পরিমাণ মজুরিবৃদ্ধির চেয়ে বেশি হারেই বাড়বে। সাম্প্রতিক তথ্য-পরিসংখ্যান এ তথ্য সমর্থন করেছে। অর্থাৎ, রিলেটিভ ইমিজারাইজেশন সম্পর্কে মার্কসীয় প্রস্তাবনা *মেনিফেস্টোর* দেড়শো বছর পর পুনরায় জাগ্রত।

তবে যেটা লক্ষ্য করবার, পুঁজিবাদ বলতে সমসত্ত্ব চরিত্রের, এক জাতীয় কোনো ব্যবস্থাকে, আর আগের মতো অবলীলায় নির্দেশ করা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা দেশে দেশে আছে এটা যেমন ঠিক, তেমনি

অন্তত একটি দীর্ঘমেয়াদী ভুল বিবেচনা আজ আমাদের স্বীকার করতেই হবে। ‘প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব’-এর প্রস্তাবনাটি মার্কসীয় রাজনৈতিক কৌশলে এমনই কেন্দ্রীয় আসন জুড়ে ছিল যে তা শুধু পরবর্তীকালের জন্য সমস্যাই বাড়িয়েছে। আত্যন্তিকভাবেই শিল্প-প্রলেতারিয়েত সবচেয়ে প্রগতিশীল শ্রেণী—একথা *মেনিফেস্টোর* দেড়শো বছর পরে আজ খুব কম দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে মনে হবে। অবশ্য মার্কস নিজেই (লেবর অ্যারিস্টোক্রেসির কথা তুলে) এবং অবশ্যই লেনিন (ভাবাদর্শের মান নিচুতে থাকলে ‘বিপ্লবী’ হওয়ার সম্ভাবনাও সীমিত হয়ে যায় এই বলে) পরবর্তীতে প্রলেতারিয়েতকে অনিবার্যভাবে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে ভাবতে চাননি। *হোয়াট ইজ টু বি ডান* রচনায় লেনিন এমনকি এও বলেছেন যে, প্রলেতারিয়েতের দৈন্যদশা বা বস্তুগত পরিস্থিতি যতোই নাজুক হোক না কেন, বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর ভিতরে কখনোই জন্ম নেবে না। এটা আসবে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর ‘বাইরে থেকে’, অর্থাৎ প্রগতিমনস্ক বুদ্ধিজীবী তথা পার্টি থেকে।

এই শেষোক্ত সমাধানটি অবশ্য গ্রামসি মানতে চাননি। তিনি পার্টির নেতৃত্বদানকারী (ভ্যানগার্ড) ভূমিকার চেয়ে সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতিচর্চায় পুঁজিবাদী আদর্শকে প্রতিহত করার ওপর এবং সেই সূত্রে মেহনতী জনগণকে বিকল্প-চেতনায় ‘শিক্ষিত’ করে তোলার ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন (অর্থাৎ শিক্ষা আগে, পরে বিপ্লব)। গ্রামসির মতে, শ্রমিক নাকি অন্য কোনো সামাজিক শক্তি শ্রেণীসংগ্রামে বা বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে তা নির্ভর করবে ইতিহাসের অন্যান্য কনজেকচারাল উপাদানের ওপর—কোনো পূর্ব-নির্ধারিত ছক অনুযায়ী নয়। নইলে একটি সফল বিপ্লবের সব ‘বস্তুগত’ পূর্বশর্ত/পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ইতালীতে তা সফল হতে পারলো না কেন, কেন সেখানেই বা আসল ফ্যাসিবাদ? এই প্রশ্নই গ্রামসিকে ‘প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব’ ধারণা পুনর্বিচারে বাধ্য করে থাকবে।

৫.

কৃষক সম্পর্কে অবিশ্বাসের একটি ঐতিহ্যও একই সঙ্গে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে লেনিন কমিনটার্নের আলোচনায় কৃষকের প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন। ‘শ্রমিক-কৃষকে মৈত্রী’র মাধ্যমে এক ধরনের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করলেও কমিউনিস্ট/বামপন্থী চিন্তায় ‘কৃষক’ শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছিল এক এনিগম্যাটিক চরিত্রে—কখনো প্রতিক্রিয়াশীলতায়, কখনো রক্ষণশীল দোদুল্যমানতার ইমেজে বন্দী হয়ে। কৃষককে বোঝার স্বাধীন চেষ্টা চলেছিল চীনে ও ভিয়েতনামে এবং সেখানেও কমিনটার্নের নির্দেশ উপেক্ষা করেই তা করতে হয়েছিল। এর তত্ত্বগত উৎস নিহিত মার্কসের অন্তত একটি বিভ্রান্তিকর মন্তব্যে। ‘এইটিন্থ ব্রুমেয়ার অব লুই নেপোলিওন’-এ তিনি বলেছেন : ‘দি পিজ্যান্টস ক্যান নট রিপ্রেজেন্ট দেমসেলভস, দে মাস্ট বি রিপ্রেজেন্টেড।’ কিন্তু এটা বিশেষ করে কৃষকদের ক্ষেত্রেই হতে হবে কেন? শ্রমিকরা কি কম পশ্চাৎপদ? কৃষকদের কী

চেয়েছেন? সে যাই হোক, বাস্তবে সর্বহারার একনায়কত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভ্যানগার্ড পার্টির একনায়কত্বের নামান্তর এবং লেনিন কংগ্রেসের কাছে লেখা তার শেষ দিককার চিঠিগুলোয় স্তালিনকে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অবিলম্বে অব্যাহতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের ‘সাংগঠনিক সমস্যা’ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে গিয়েছিলেন। *মেনিফেস্টোর* আগে অন্য একটি লেখায় মার্কস যে মন্তব্য করেছেন তা ক্ষমতা, এলিয়েনেশন ও রিপ্রেজেন্টেশনের সমস্যা বোঝার জন্য পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ :

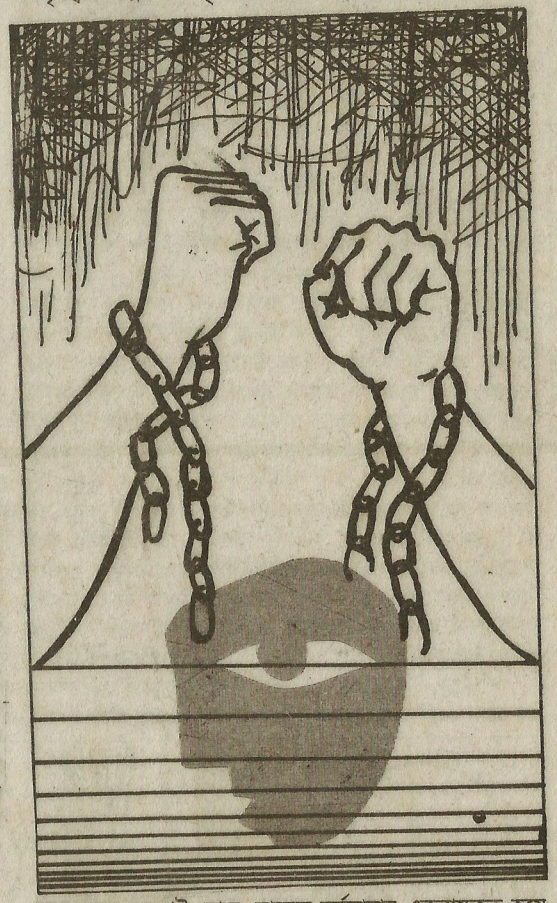

> It is clear that this mediator thus becomes a real God, for the mediator is the real power over what it mediates to me. Its cult becomes an end in itself.

সমাজের তরফে শ্রেণী, শ্রেণীর তরফে পার্টি, পার্টির তরফে পলিটব্যুরো—এই চেইন ধরে জনগণের ক্ষমতা ক্রমশ একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। এক কথায়, গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদকে (শুধু রিপ্রেজেন্টেশনাল ডেমোক্রেসি অধিকারসমূহ’ ‘থেকেই যাবে’ বলতে তিনি কী বুঝিয়েছিলেন? এই অধিকারসমূহ কী? কোন কোন ক্ষেত্রে তাহলে কি তিনি প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের মধ্যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অধিকারচর্চার কোনো সম্ভাবনা দেখেছিলেন? পুঁজিবাদের ভিতরে থেকেই ক্রমাগত পরিবর্তনের চাপ অব্যাহত রেখে সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন? ইচ অ্যাকর্ডিং টু লেবার অনুযায়ী বন্টনের মানদণ্ড হিসেবে পণ্য-অর্থ সম্পর্কের ব্যবহার নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলে যাননি কেন? বলে গেলে তো পরবর্তীকালের বিপ্লব-উত্তর সমাজ-সংগঠন-অর্থনীতির অনেক বিপর্যয় এড়ানো যেতো!

৮.

মার্কস অবশ্য বলবেন, ভবিষ্যতের সমাজ তার অভিনিবেশের বিষয়বস্তু ছিল না। তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারায় পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশকেই অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন। কোন সমাজ পুঁজিবাদ থেকে কিভাবে পুঁজিবাদ-উত্তর সমাজের দিকে অগ্রসর হবে তার দায় বর্তাবে সেই সমাজের নেতৃত্বের উপর। মার্কস-এঙ্গেলস নিজেরা গণনাকর্মে প্রবৃত্ত হতে চাননি। এর পেছন তাদের বলবার কথা স্পষ্ট : সমাজকে এগুতে হবে বর্তমান সে যে অবস্থার মধ্যে রয়ে তার সূত্র ধরেই, সমাজবদলের কোনো বিমূর্ত ছক ধরে নয়। সমাজতন্ত্রীদের এ নিয়ে তারা বরবার সতর্ক করে দিয়েছেন। ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ সালের আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন মার্কস :

> Our task was not that of trying to bring any kind of utopian system into being but was that of consciously participating in a historical revolutionary process by which society was being transformed before our eyes.

বর্তমানের সমাজ থেকেই নতুন সমাজ গড়ার রহস্য-উন্মোচনের প্রক্রিয়া শুরু হতে হবে, কোনো সম্ভাব্য বিপ্লবের বা বিপ্লব-উদ্ভূত পরিস্থিতির অপেক্ষা না করেই। পুঁজিবাদের ভেতর থেকেই জন্ম নেবে পুঁজিবাদকে ছাড়িয়ে যাবে যে সমাজ তার ভ্রূণ। এবং ভ্রূণ থেকে পুঁজিবাদ-উত্তর সমাজের বিকাশের ধারা।

৯.

পুঁজিবাদের ছাত্র হিসেব মার্কসের পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অবশ্য এখন সর্বমহলে স্বীকৃত। ‘দি রিটার্ন অব কর্ল মার্কস’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (গত বছর অক্টোবরে *নিউ ইয়র্কার*-এ প্রকাশিত) জন কেসিডি বলেছেন : সাম্যবাদ নিয়ে মার্কসের বিভ্রান্তি থাকতে পারে, পুঁজিবাদের ওপর তর বিশ্লেষণ প্রায় সর্বাংশে সত্য। *মেনিফেস্টোর* একটি বড় অংশ জুড়েও আছে পূর্ববর্তী সমাজের তুলনায় পুঁজিবাদর তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের কথা। পুঁজিবাদের প্রাগ্রসরতাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। মার্কস অন্তত পুঁজিবাদের ভিতরের সমূহ সম্ভাবনাকে চিনতে ভুল করেননি। উৎপাদিকা শক্তির ক্রমাগত বিকাশ, কনস্ট্যান্ট রেভোলিউশনাইজিং অব প্রডাক্টিভ অবলীলায় নির্দেশ করা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা দেশে দেশে আছে এটা যেমন ঠিক, তেমনি এও ঠিক যে নেদারল্যান্ড বা কানাডার পুঁজিবাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বা রাশিয়ার পুঁজিবাদের, জাপানের, জার্মানীর বা ফ্রান্সের পুঁজিবাদের সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার, দক্ষিণ আমেরিকার অথবা সাব-সাহারা আফ্রিকার পুঁজিবাদের মধ্যে রয়ে গেছে সবিশেষ পার্থক্য। একেক দেশে মেহনতী জনগণের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাও একেক মাত্রার। বিশ্ব-পুঁজিবাদের মধ্যে এই বিভিন্নমুখী সমাবেশ আপনা থেকে হয়নি। শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া পুঁজিবাদের ভিতরে যতোটুকু ‘প্রগতিশীল’ ও ‘গণমুখী’ পরিবর্তন এসেছে তা কখনোই সম্ভব ছিল না। বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনীও যে পুঁজিপতিরা মেহনতি জনগণকে ছেড়ে দেবে না, সে কথা না বললেও চলে।

১১.

কিন্তু শেষ পর্যন্ত *মেনিফেস্টোর* সমূহ তাৎপর্য পুঁজিবাদের বাইরে অন্য এক পৃথিবীর সম্ভাবনাকে তুলে ধরার মধ্যেই। এমন একটি পৃথিবী যেখানে ‘প্রতিটি মানুষের মুক্ত বিকাশ’ হয়ে দাঁড়াবে ‘সকল মানুষের মুক্ত বিকাশের শর্ত’। এমন একটি পৃথিবী যেখানে ‘মানুষের প্রকৃত ইতিহাসের’ উদ্বোধন ঘটবে, জন্ম হবে ‘শ্রেণীহীন সমাজের’, সব ধরনের শোষণের (শুধু ‘অর্থনৈতিক’ নয়) অবসান ঘটবে। ইউটোপিয়া? ইউটোপিয়া।

মার্কসবাদের বাইরে—মার্কসবাদকে বাদ দিয়ে নয়—বিকল্প যে র‍্যাডিকেল দর্শন আগামী শতকে আত্মপ্রকাশ করবে তার ভিতরে এরকম একটি ইউটোপিয়া স্থান করে নেবেই। সেই ইউটোপিয়া কোনো নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত হবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নতুন দর্শনে নেই। সেরকম নিশ্চয়তা অতীতে মার্কসবাদকে স্তালিনবাদে পর্যবসিত করেছিল। তত্ত্ব ও বাস্তবতার সঙ্গে যোগাযোগহীনভাবে সেখানে স্বেচ্ছা-আরোপিত হয়েছিল সমাজতন্ত্র (বা ‘উন্নত’ সমাজতন্ত্র) ‘প্রতিষ্ঠিত হয়েছে’ এমন ধারার ঘোষণা। মার্কসবাদের চরম লক্ষ্য বলে কিছু নেই (এমনকি সাম্যবাদও নয়); এর মূল সুর গতিশীলতায় : ‘হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোনখানে।’

নিজেকে মার্কসবাদী বলতে গিয়ে দেরিদা যে যুক্তি দিয়েছিলেন তার চেয়ে ভালো করে, সংক্ষিপ্তসারে, বলা দুরূহ কাজ। ডিকনস্ট্রাকশনিস্ট দেরিদার উদ্ধৃতিতে তাই ফিরে যাবো :

> Marxism presents itself, has presented itself from the very beginning with Marx, as an open theory which was continually to transform itself and not become fixed in dogma, in stereotypes.

মেনিফেস্টোর পরের দেড়শো বছরে মার্কসের অনুসারীরা যে ‘ঐতিহ্য’ নির্মাণ করে গিয়েছেন তাতে করে অন্ধ মতাদর্শের পুনরাবৃত্তি আগামীতেও হবে না তার নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু মার্কসের কাছে শিখতে হলে মার্কসবাদীই যে হতে হবে এমনটা কে বললো?